নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

জেলা-গাজীপুর

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

হাইকোর্ট বিভাগ

(ফৌজদারী বিবিধ অধিক্ষেত্র)

ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ৪৪৯২৩/২০২১

সোহেল

.....আসামী-দরখাস্তকারী।

-বনাম-

বাংলাদেশ সরকার

..... বিবাদী-প্রতিবাদীগণ।

এ্যাডভোকেট মোঃ হারুন-অর-রশিদ

.....বাদী-দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট মোছাঃ লাকী বেগম, সহকারী এটর্নী জেনারেল

এ্যাডভোকেট মোছাঃ ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এটর্নী জেনারেল

---বিবাদী-প্রতিবাদীগণ পক্ষে

১৩ই ডিসেম্বর, ২০২১

এটি সিনিয়র দায়রা জজ, গাজীপুর কর্তৃক ফৌজদারী মিছ মামলা নং ২৬৪৭/২০২১-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২১.১০.২০২১ তারিখের রায় ও আদেশে সংক্ষুদ্ধ হয়ে আসামী সোহেল কর্তৃক ফৌজদারী কার্যবিবিধির ধারা ৪৯৮ মোতাবেক দায়েরকৃত একটি ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমার দরখাস্ত ।

কালিগঞ্জ থানার মামলা নং ২১২ তারিখ ০৫.০৭.২০২১ এবং জি, আর ১৩৯/২০২১ ধারা ৩৬(১) এর ১০(ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর আসামী সোহেল জামিনের নিমিত্তে দরখাস্ত দাখিল করলে বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত, গাজীপুর বিগত ইংরেজী ০৭-০৯-২০২১ তারিখে তা নামঞ্জুর করেন। উপরিল্লিখিত জামিন নামঞ্জুরের আদেশে সংক্ষুদ্ধ হয়ে আসামী সোহেল ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং ২৬৪৭/২০২১ দায়ের করলে বিজ্ঞ সিনিয়র দায়রা জজ, গাজীপুর শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ২১.১০.২০২১ তারিখে উপরিল্লিখিত বিবিধ মোকদ্দমাটি খারিজ করেন। উপরিল্লিখিত খারিজ আদেশে সংক্ষুদ্ধ হয়ে আসামী সোহেল অত্র বিভাগে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৯৮ ধারামতে ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমা দাখিল করেন।

মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ আবু জাফর সিদ্দিকী এবং মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ সোহরাওয়ারদী এর সম্বন্বয়ে অত্র বিভাগের একটি দ্বেত বেঞ্চ অত্র ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমা বিগত ইংরেজী ২৪.১১.২০২১ তারিখে শুনানী অন্তে মাননীয় জ্যেষ্ঠ বিচারপতি জনাব মোঃ আবু জাফর সিদ্দিকী রুল ইস্যু করেন এবং আসামী সোহেলের অন্তবর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেন। অপরদিকে, মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ সোহরাওয়ারদী রুল ইস্যু করে অন্তবর্তীকালীন জামিনের আদেশটি প্রত্যাখান

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

করেন।

মাননীয় জ্যেষ্ঠ বিচারপতি জনাব মোঃ আবু জাফর সিদ্দিকী এর রুল ইস্যু এবং অন্তবর্তীকালীন জামিন মঞ্জুরের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলঃ-

" Heard the learned Advocates for the respective parties and perused the petition for bail of the accused-petitioner under section 498 of the Code of Criminal Procedure, 1898 alongwith the prosecution materials annexed therewith.

Let a Rule be issued calling upon the opposite party to show cause as to why the accused-petitioner should not be enlarged on bail in Kaliganj Police Station Case No. 04 dated 05.07.2021 corresponding to G.R. Case No. 139 of 2021 under table 10(ka) of section 36(1) of the Madok Drabbaya Niyantron Ain, 2018, now pending in the Court of learned Chief Judicial Magistrate, Gazipur and/or pass such other or further order or orders as to this Court may seem fit and proper.

The Rule is made returnable within 4(four) weeks from date.

Mr. Md. Harun-Or-Rashid, the learned Advocate for the petitioner, submits that though there is allegation in the FIR against the petitioner that 100 pieces of Yaba tables 10(ten) gram were recovered from possession of the petitioner but no incriminating article as stated above were recovered from him. Police after investigation submitted charge sheet against him. He next submits that there are 04(four) cases pending against the accused petitioner which are mentioned in the charge sheet and the petitioner is on bail in all the cases. Mr. Rashid submits that the highest sentence under 10(ka) of section 36(1) of the Madok Drabbaya Niyantron Ain, 2018 is 5(five) years and lowest sentence is 1(one) year. The petitioner is all ready 4 months 9 days in the jail custody. Due to

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

his absence the family members are striving as such for the ends of justice the petitioner may kindly be enlarged on bail.

Ms. Samira Tarannum Rabeya, learned Deputy Attorney General, appearing on behalf of the State, opposes the prayer for bail of the accused-petitioner at this stage.

On perusal of the prosecution materials and submissions of the learned Advocate it appears that as per FIR story 100 pieces of Yaba tablets 10 (ten) gram were recovered from the petitioner. The lowest sentence under table 10(ka) of section 36(1) of Madok Drabbaya Niyantron Ain, 2018 is 01(one) year. He was arrested on 05.07.2021 and after investigation Police submitted charge sheet on 26.07.2021. It is evident that there are 04(four) other cases pending against the petitioner but in those case he has already enlarged on bail. Number of cases cannot be ground to refusal of in asmuch as the law is now well settled that every cases should be disposed of on his won merit and it is uncertain as to when the trial will be concluded. By this time the petitioner has been detained in jail custody from 5th July 2021 i.e. 4 months 9 days. Considering the facts and circumstances and submission of the learned Advocate for the accused-petitioner. I am inclined to exercise my discretion in granting ad-interim bail to the accused-petitioner.

Pending hearing of the Rule, let the accused petitioner Sohel son of late A. Salam, be enlarged on ad-interim bail for a period of 6 months on furnishing bail bond to the satisfaction of the learned Chief Judicial Magistraite, Gazipur. The learned Chief Judicial Magistrate is directed to be satisfied as to the quantity of the above mentioned narcotics with the

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

original prosecution materials.

The petitioner after releasing from the custody will appear before the officer in charge of Kaliganj Police Station, Gazipur after every 15 days. The officer in charge of Kaliganj Police Station, Gazipur will take note of his attendance and time to time inform the same to the concerned trial Court, Gazipur.

The office is directed to communicate this order to the officer in charge, Kaliganj Police Statio, Gazipur.

The petitioner shall put in 2(two) sets of requisites within 7 days for service of notice of the Rule upon the opposite party in normal course as well as by registered post with A/D as per the HCD Rules.

Office shall not issue any certified copy or other copy of this order to the petitioner unless requisites are put in [vide HCD Rules, Chapter IVA, Rule 3(6)].

The accused petitioner is further directed to file an affidavit of facts stating the latest position of the case if further extension of ad-interim bail is required.

The Court below is at liberty to cancel the bail of the petitioner in accordance with law, if the privilege of bail is misused by him in any manner. ”

মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ সোহরাওয়ারদী এর রুল ইস্যু এবং অন্তবর্তীকালীন জামিন প্রত্যাহারের আদেশ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলঃ-

“ Heard the learned Advocate Mr. Md. Harun-Or-Rashid who appeared on behalf of the accused-petitioner and the learned Deputy Attorney General Ms. Samira Tarannum Rabeya who appeared on behalf of the State.

Let a Rule be issued calling upon the opposite party to show cause as to why the accused-petitioner

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

should not be enlarged on bail in Kaliganj Police station Case No. 04 dated 05.07.2021 corresponding to G.R. Case No. 139 of 2021 under table 10(ka) of Section 36(1) of the মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮, now pending in the Court of learned Chief Judicial Magistrate, Gazipur and/or such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit and proper.

The Rule is made returnable 4(four) weeks from date.

On perusal of the FIR, it reveals that the accused-petitioner was arrested on 05.07.2021 and at the time of arrest 100(one hundred) pieces of Yaba tables were recovered from possession of accused-petitioner. In the charge sheet it has been mentioned that 4(four) more criminal cases of similar nature are pending against him.

Considering the short period of custody, consequence of the alleged offence and pendency of the criminal cases of similar nature against the accused-petitioner. I am not inclined to enlarged him on ad-interim bail at this state.

Therefore, the prayer for ad-interim bail is hereby rejected."

অন্তবর্তী জামিনের বিষয়ে দ্বিধাবিভক্ত আদেশর প্রেক্ষিতে বিষয়টি প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদানের নিমিত্তে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করলে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি উক্ত অন্তবর্তী জামিনের বিষয়টি নিস্পত্তির জন্য অত্র আদালতে প্রেরন করেন।

দরখাস্তটি শুনানীর জন্য নেওয়া হল। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ হারুন-অর-রশিদ অত্র দরখাস্তকারী-আসামী পক্ষে বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে রাষ্ট্র-বিবাদীপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভেকোট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী বিবিধ মামলা এবং এর সাথে সংযুক্ত প্রাথমিক তথ্য বিবরণী, জব্দ তালিকা, অভিযোগপত্র, রায় ও আদেশদ্বয় পর্যালোচনা করা হলো। দরখাস্তকারী-আসামী পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ হারুন-অর-রশিদ এবং রাষ্ট্র-বিবাদীপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এটর্নী জেনারেলদ্বয়ের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হল।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সিনিয়র দায়রা জজ, গাজীপুর কর্তৃক ফৌজদারী মিছ মামলা নং

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

২৬৪৭/২০২১-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২১.১০.২০২১ তারিখের আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

"অত্র ফৌজদারী মিস মামলাটি বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, গাজীপুরের বিগত ০৭-০৯-২০২১ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে আনীত হয়েছে।

দরখাস্তকারী-আসামী সোহেল এর জামিনের আবেদন দেখলাম ও বিজ্ঞ কৌসুলীর বক্তব্য শুনলাম। শুনানীকালে বিজ্ঞ কৌসুলী নিবেদন করেন যে, দরখাস্তকারী আসামীর দখল হতে কোন মাদকদ্রব্য উদ্ধার না হওয়া সত্বেও অত্র মিথ্যা মালায় জড়িত করা হয়েছে। দরখাস্তকারী আসামী গত ০৫-০৭-২০২১ ইং তারিখ হতে জেল হাজতে আটক আছে। কৌসুলী যে কোন শর্তে দরখাস্তকারী আসামীর জামিন আবেদন মঞ্জুরের প্রার্থনা করেন।

রাষ্ট্রপক্ষে বিজ্ঞ পি,পি আসামীর জামিনের বিরোধীতা করে বক্তব্য রাখেন। উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ সহ নিম্ন আদালতের নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অত্র মামলাটি ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) ধারার টেবিলে বর্ণিত ১০(ক) এর অভিযোগে আনীত হয়েছে। এজাহার ও জব্দ তালিকা দৃষ্টে দেখা যায় যে, ঘটনার তারিখ ও সময়ে ঘটনাস্থলে দরখাস্তকারী আসামীকে ধৃত করে তার সরাসরি দখল ও হেফাজত হতে ১০০(একশত) পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট (ওজন ১০.০০ গ্রাম) উদ্ধার ও জব্দ করার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। তদন্তক্রমে আসামীর বিরুদ্ধে বিচারের নিমিত্তে অভিযোগপত্র দাখিল হয়েছে। পিসি এন্ড পিআর দৃষ্টে এ আসামী একজন পেশাদার মাদক ব্যবসায়ী এবং তার বিরুদ্ধে গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ থানায় আরো ৪টি মাদক মামলা বিচারাধীন আছে। অপরাধের ধরন ও গুরুত্বসহ সার্বিক বিষয় বিবেচনায় দরখাস্তকারী আসামীর জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করা হলো।

উক্ত মতে অত্র ফৌজদারী মিস মামলাটি নিস্পত্তি করা হল।

আদেশের অনুলিপি সহ নিম্ন আদালতের নথি ফেরত পাঠানো হোক।

আমার কথিতমতে টাইপকৃত।

স্বাঃ/ মমতাজ বেগম
সিনিয়র দায়রা জজ, গাজীপুর।

গুরুত্বপূর্ন বিধায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর পঞ্চম অধ্যায় অপরাধ ও দন্ডের সারণির ক্রমিক নং- ১০ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

ক্রমিক	মাদকদ্রব্যের নাম এবং অপরাধের বিবরণ	দন্ডের প্রকার
------	----------	----------
১০।	প্রথম তপশিলের 'ক' শ্রেণির ৫ নং ক্রমিকভুক্ত যেকোন মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এবং উপধারা (১) এর দফা (খ) এর লঙ্ঘন।	(ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনুর্ধ্ব ২০০ গ্রাম অথবা মিলিলিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর, অনুর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড; (খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ২০০ গ্রাম অথবা মিলিলিটার এর উর্দ্ধে এবং অনুর্ধ্ব ৪০০ গ্রাম অথবা মিলিলিটার হইলে অন্যূন ৫ বৎসর, অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড;

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

		(গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৪০০ গ্রাম অথবা মিলিলিটারের উর্দ্ধে হইলে মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও অর্থদন্ড।
------	----------	----------

গুরুত্বপূর্ন বিধায় কালীগঞ্জ থানা জিডি/মামলা নং- ২১২, তাং- ০৫.০৭.২০২১ইং এর জব্দতালিকা নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

জব্দ তালিকা

সূত্র ঃ কালীগঞ্জ থানা জিডি/মামলা নং- ২১২, তাং- ০৫.০৭.২০২১ইং, ধারাঃ

১। জব্দ করিবার তারিখ ও সময়ঃ ০৫.০৭.২০২১ খ্রিঃ সময় ১৬.৩০ ঘটিকা।

২। জব্দ করিবার স্থানঃ কালগিঞ্জ থানাধীন দক্ষিনবাগ সাকিনস্থ আব্দুল মার্কেটের আবুল ষ্টোরের সামনে পাকা রাস্তার উপর ধৃত আসামী সোহেল এর দখল হইতে জব্দ।

৩। সাক্ষীদের নাম ও ঠিকানাঃ

(ক) মোঃ মামুন (২৫), পিতা- ফালাজ উদ্দিন, সাং- ভাওয়াল জামালপুর, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- গাজীপুর। মোবাঃ ০১৬৩৬-২৪১৬২৫।

(খ) মিজান মিয়া (৩৮), পিতা- মৃত রমজান আলী, সাং- দক্ষিণবাগ, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- গাজীপুর।

(গ) কং/৭৯৮ আব্দুর রউফ, কালীগঞ্জ থানা, গাজীপুর, মোবাঃ ০১৬১০-২৫১১৪৩।

৪। জব্দকৃত মালামালের বিবরণঃ ০১ (এক) টি নীল রংয়ের ইয়ার টাইপ জিপারে রক্ষিত নেশা জাতীয় মাদকদ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট ১০০ (একশত) পিচ, ওজন ০.১x১০০= ১০ (দশ) গ্রাম, মূল্য অনুমান ১০০x৩০০=৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা উক্ত আলামত ধৃত আসামী সোহেল (৩৫), পিতা- মৃত আঃ ছালাম, সাং- বাহাদুরশাদী, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- গাজীপুর এর পরিহিত গ্যাবারডিং প্যান্টের ডান পকেট হইতে নিজ হাতে বাহির করে দেওয়া মতে উপস্থিত সাক্ষীদের উপস্থিতিতে জব্দ।

৫। সাক্ষীগণের স্বাক্ষরঃ

১। মামুন

২। মিজান মিয়া

৩। কং/৭৯৮ আব্দুর রউফ

প্রস্তুতকারী অফিসারের নাম ও পদবী ও স্বাক্ষর
স্বা/- অস্পষ্ট
মোঃ শামীম মিয়া
বিপি- ৯২২০২২৭২১০
এস. আই (নিঃ)
কালীগঞ্জ থানা, গাজীপুর।

গুরুত্বপূর্ন বিধায় অভিযোগ পত্র নং- ১৫৬ তারিখ- ২৬ জুলাই, ২০২১ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

অভিযোগ পত্র

আই/ওঃ মোঃ সাইফুল ইসলাম-২, এস.আই (নিঃ), নিয়ন্ত্রন নং- ২৭২

কালীগঞ্জ থানা, গাজীপুর।

অভিযোগ পত্র নং- ১৫৬, তারিখ- ২৬ জুলাই, ২০২১, ধারা- ৩৬(১) এর ১০(ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮

বিচারের নির্ধারিত তারিখ বিজ্ঞ আদালত ধার্য্য করিবেন।

প্রাথমিক তথ্য নং- ০৪, তারিখ- ০৫ জুলাই, ২০২১, ধারা- ৩৬(১) এর ১০(ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮

অভিযোগকারী অথবা তথ্য প্রদানকারীর নাম, ঠিকানা এবং পেশাঃ	গ্রেপ্তারকৃত অথবা পলাতক সমেত গ্রেপ্তারকৃত যে সকল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারের জন্য সোপর্দ করা হয় নাই তাহাদের নাম ও ঠিকানা।(পলাতকগণের বেলায় লাল কালিতে চিহ্নিত করিতে হইবে।	বিচারার্থে সোপর্দকৃত অভিযুক্তদের নাম ও ঠিকানা		প্রাপ্ত মালামাল (অস্ত্রসহ) কোথায়, কখন এবং কাহার দ্বারা প্রাপ্ত তাহার বিবরণ এবং ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠানো হইয়াছে কিনা?	সাক্ষীদের নাম ও ঠিকানা	অভিযোগ অথবা তথ্য অপরাধের নাম ও উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটিনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং আইনে যে ধারায় অভিযুক্ত করা হইয়াছে।
		কাহার তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে	জামিনে অথবা মুচলেকা			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। (RWY7) এস, আই (নিঃ) মোঃ শামীম মিয়া, বিপি-৯২২০২২৭২১০, কর্মক্ষেত্রের ঠিকানা- উপজেলা থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- গাজীপুর, বাংলাদেশ।		১। সোহেল (৩৫), পিতা- মৃত আঃ ছালাম, সাং- বাহাদুরশাদী, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- গাজীপুর। উপরোক্ত আসামীকে গত ০৬ জুলাই ২০২১ তাং এ গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়।		ক) একটি নীল রংয়ের ইয়ার টাইপ জিপারের ভিতর রক্ষিত ১০০ (একশত) পিচ নেশা জাতীয় মাদকদ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট। ওজন ০.০১x১০০= ১০ (দশ) গ্রাম মূল্য অনুমান ১০০x৩০০=৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা। উক্ত আলামত হইতে ০৫ (পাঁচ) পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট ৯৫ (পচানব্বই) পিচ অত্র থানার পিআর নং- ১০৫২১ মূলে অত্র সহিত কোর্ট মালখানায় প্রেরণ করিলাম।	১। অভিযোগকারী ০১৬৭১-৪১৯৮৫৭ (২) মোঃ মামুন (২৫) পিতা- ফালাছ উদ্দিন, সাং- ভাওয়াল জামালপুর, মোবাঃ ০১৬৩৬-২৪১৬২৫ ৩। মিজান মিয়া (৩৮), পিতা- মৃত রমজান আলী মোবাঃ ০১৮৬৫-৬৯৬০৯৮, সাং দক্ষিণবাগ, উভয় থানা-কালীগঞ্জ জেলা: গাজীপুর। ৪। কং/ ৭৯৮ আব্দুর রউফ, কালীগঞ্জ থানা, জেলা- গাজীপুর। মোবাঃ ০১৬১০-২৫১১৪৩ ৫। জনি কুমার ঘোষ, সহকারী রাসায়নাকি পরীক্ষক, বাংলাদেশ পুলিশ সিআইডি, আইপিএর ভবন ৩য় তলা, মহাখালী, ঢাকা-১২১২। ৬। আরও এ.কে.এম মিজানুল হক, অফিসার ইনচার্জ, কালীগঞ্জ থানা, গাজীপুর। মোবাঃ ০১৩২০-০১২৪৭৫। ৭। আই/ও-মোঃ সাইফুল ইসলাম-১ এস. আই (নিঃ) কালীগঞ্জ থানা, গাজীপুর। মোবাঃ ০১৭৩৭-৬৮৮৯৭৪ সাক্ষীদের প্রতি সমন ইস্যু করিতে বিজ্ঞ আদালতের মর্জি হয়।	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, মামলার বাদী সঙ্গীয় ফোর্সসহ অত্র থানার জিডি নং- ২১২, তাং ০৫/০৭/২০২১ মূলে থানা এলাকার বিশেষ অভিযান ডিউটি করাকালীন গোপন ও বিশ্বস্থ সূত্রে ঘটনাস্থল কালীগঞ্জ থানাধীন দক্ষিণবাগ সাকিনস্থ আবুল মার্কেটোরে আবুল স্টোরের সামনে পাকা রাস্ড়ার উপর কতিপয় মাদক ব্যবসায়ী মাদক/ইয়াবা ক্রয়-বিক্রয়ের সংবাদ পাইয়া অফিসার ইনচার্জ সাহেবেকে অবগত করিলে তাহারা নির্দেশক্রমে সঙ্গীয় ফোর্স সহ ০৫/০৭/২০২১ তারিখ ১৬:২০ ঘটিকার সময় বর্ণিত ঘটনাস্থলে পৌছাইলে পুলিশের উপস্থিতি টের পাইয়া পালানোর চেষ্টা কালে সঙ্গীয় ফোর্সের সহায়তায় আসামী ১। সোহেল (৩৫), পিতা- মৃত আঃ ছালাম, সাং- বাহাদুরসাদী, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- গাজীপুরকে আটক করেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাক্ষীদের মোকাবেলায় ধৃত আসামীর পরিহিত গ্যাবার্ডিন প্যান্টের ডান পকেট হইতে একটি নীল রংয়ের ইয়ার টাইট জিপারের ভিতর রক্ষিত ১০০ (একশত) পিচ নেশা জাতীয় মাদকদ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট আসামীর নিজ হাতে বাহির করিয়া দেওয়া মতে উদ্ধার পূর্বক বাদী ইং ০৫/০৭/২০২১ তারিখ ১৬.৩০ ঘটিকায় ইয়াবাগুলো জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করিয়া জব্দ তালিকায় সাক্ষীদের স্বাক্ষর গ্রহন করেন। বাদীর উক্তরূপ এজাহার থানায় প্রাপ্ত হইয়া অফিসার ইনচার্জ সাহেব মামলাটি রুজু করিলে হাওলা মতে আমি মামলার তদন্ড়ভার গ্রহন করিলাম। অত্র মামলার প্রাথমিক তদন্ড়কালে আমি এজাহার পর্যালোচনা করি। মামলার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া ঘটনাস্থলটি বাদীসহ সরেজমিনে পরিদর্শন করি। ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র, সূচীপত্র আলাদা কাগজে প্রস্ড়ুত করি। জব্দকৃত

দ্রষ্টব্যঃ কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশসমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

								অলামত ১০০ (একশত) পিচ নেশাজাতীয় মাদকদ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট নিজ হেফাজতে নেই। জব্দকৃত আলামত হইতে ০৫ (পাচ) পিছ ইয়াবা ট্যাবলেট বিজ্ঞ আদালতের আদেশ ও ক্ষমতা পত্র নিয়ে রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য প্রধান রাসায়নিক পরীক্ষক সিআইডি পাবলিক হেলথ কমপেণ্ডক্স মহাখালী,ঢাকা বরাবর প্রেরণ করি। বাদী কর্তৃক গ্রেফতারকৃত আসামী- ১। সোহেল (৩৫), পিতা- মৃত আঃ ছালাম, সাং- বাহাদুরসাদী, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- গাজীপুরকে নিজ হেফাজতে নিয়া জিজ্ঞাসাবাদ শেষে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করি। কতিপয় বিশ্বস্থ সোর্স নিয়োগ করি। রাসায়নিক পরীক্ষার রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়া পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় পরীক্ষক জনি কুমার ঘোষ, সহকারী রাসায়নিক পরীক্ষক, বাংলাদেশ পুলিশ সিআইডি, আইপিএইচ ভবন, ৩য় তলা মহাখালী, ঢাকা- ১২১২ মতামত প্রদান করেন যে, কাগজের প্যাকেটে রক্ষিত ০৫ (পাচ) টি ট্যাবলেট অ্যামফিটামিন ইয়াবার উপাদান পাওয়া গিয়াছে। সীলমোহর অক্ষত ছিল। মামলাটি প্রকাশ্য ও গোপনে তদন্ড় করি। তদন্ড়কালে প্রকাশ পায় যে, বাদী ধৃত আসামী- ১। সোহেল (৩৫), পিতা- মৃত আঃ ছালাম, সাং- বাহাদুরসাদী, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- গাজীপুর এবং উদ্ধারকৃত আলামত ১০০ (একশত) পিচ নেশাজাতীয় মাদকদ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট সহ থানায় হাজির হইয়া এই মর্মে এজাহার দায়ের করেন যে, কালীগঞ্জ থানার জিডি নং- ২১২,তারিখ- ০৫.০৭.২০২১ মুলে থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান ডিউটি করাকালীন গোপন ও বিশ্বস্থ সূত্রে ঘটনাস্থল কালীগঞ্জ থানাধীন দক্ষিণবাগ সাকিনস্থ আবুল মার্কেটোরে আবুল স্টোরের সামনে পাকা রাস্ড়ার উপর কতিপয় মাদক ব্যবসায়ী মাদক/ইয়াবা ক্রয়-বিক্রয়ের সংবাদ পাইয়া অফিসার ইনচার্জ সাহেবকে অবগত করিলে তাহারা নির্দেশক্রমে সঙ্গীয় ফোর্স সহ ০৫/০৭/২০২১ তারিখ ১৬:২০ ঘটিকার সময় বর্ণিত ঘটনাস্থলে পৌছাইলে পুলিশের উপস্থিতি টের পাইয়া পালানোর চেষ্টা কালে সঙ্গীয় ফোর্সের সহায়তায় আসামী ১। সোহেল (৩৫), পিতা- মৃত আঃ ছালাম, সাং- বাহাদুরসাদী, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- গাজীপুরকে আটক করেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাক্ষীদের মোকাবেলায় ধৃত আসামীর পরিহিত গ্যাবার্ডিন প্যান্টের ডান পকেট হইতে একটি নীল রংয়ের ইয়ার টাইট জিপারের ভিতর রক্ষিত ১০০ (একশত) পিচ নেশা জাতীয় মাদকদ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট আসামীর নিজ হাতে বাহির করিয়া দেওয়া মতে উদ্ধার পূর্বক বাদী ইং ০৫/০৭/২০২১ তারিখ ১৬.৩০ ঘটিকায় ইয়াবাগুলো জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করিয়া জব্দ তালিকায় সাক্ষীদের স্বাক্ষর গ্রহন করেন।

দ্রষ্টব্যঃ কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশসমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

						আমার সার্বিক তদন্ড় কালে প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ, ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা ও রাসায়নিক পরীক্ষার রিপোর্ট পর্যালোচনায় মামলার ঘটনাটি এজাহারনামীয় আসামী- ১। সোহেল (৩৫), পিতা- মৃত আঃ ছালাম, সাং- বাহাদুরসাদী, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- গাজীপুর এর বির"দ্ধে ২০১৮ সনের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনের ৩৬(১) এর টেবিল ১০(ক) ধারার অপরাধ প্রাথমিক ভাবে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় বিধায় উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করিয়া অত্র থানার অভিযোগ পত্র নং- ১৫৬, তাং- ২৬.০৭.২০২১ খ্রিঃ ধারা- ২০১৮ সনের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনের ৩৬(১) টেবিল ১০(ক) দাখিল করিলাম। সাক্ষীগণ ঘটনা প্রমাণ করিবেন। বাদীকে মামলার তদন্ড়ের ফলাফল জানানো হইল। স্বা/- অস্পষ্ট ২৬.০৭.২০২১ তদন্ড়কারী অফিসারের স্বাক্ষর (মোঃ সাইফুল ইসলাম) বিপি- ৯২২০২২৭৭২৭ সাব-ইন্সপেক্টর(নিঃ) কালীগঞ্জ থানা, গাজীপুর।

১। আমি দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের (গ্রাম অপরাধ নোট বহি) রেজিস্টার সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়া এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয় পূর্ণ তদন্ত করিয়া নিশ্চিতভাবে প্রত্যায়ন করিতেছি যে, অভিযুক্ত বা পলাতক ব্যক্তি যাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানিত হইয়াছে মিথ্যা নাম ও ঠিকানা দিয়াছে অথবা পূর্ণ দন্ডভোগ করিয়াছে এবং আমি জানিতে পারিয়াছি যে, নাম-ঠিকানা যাচাইকৃত।

২। আমি এই মর্মে প্রত্যায়ন করিতেছি যে অভিযুক্ত ব্যক্তিগন অত্র এলাকার দশ বৎসরের বেশি সময় যাবৎ বসবাস করিতেছে।

৩। অভিযুক্ত ব্যক্তির পূর্ব ইতিহাস নিম্নরূপঃ ধৃত আসামী সোহেল (ক) গাজীপুর এর কালীগঞ্জ থানার এফ. আই. আর. নং- ২৭/২৬৫, তারিখ- ২৯ সেপ্টে, ২০১৮, ধারা- ১৯(১) এর ৯(ক)/২৫ ১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন।

(খ) গাজীপুর এর কালীগঞ্জ থানার এফ. আই. আর. নং- ১৫, তারিখ- ১৫ মার্চ, ২০১৭ ধারা- ১৯(১) এর ৯(ক)/২৫ ১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন।

(গ) গাজীপুর এর কালীগঞ্জ থানার এফ. আই. আর. নং- ৯/২০১৫, তারিখ- ০৯ আগস্ট, ২০১৭, ধারা- ১৯(১) এর ৯(খ) ১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন।

(ঘ) গাজীপুর এর কালীগঞ্জ থানার এফ. আই. আর. নং- ৩৭/৩৮০, তারিখ- ২৮ অক্টোবর, ২০১৯, ধারা- ৩৬(১) এর ১০(ক)/৩৬(১) এর ১০(ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এই মামলায় গুলোয় সে এজাহারে অভিযুক্ত।

স্বা/- অস্পষ্ট
২৬.০৭.২০২১ খ্রিঃ
তদন্ড়কারী অফিসারের স্বাক্ষর
(মোঃ সাইফুল ইসলাম)
বিপি- ৯২২০২২৭৭২৭
সাব-ইন্সপেক্টর(নিঃ)
কালীগঞ্জ থানা, গাজীপুর।

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আমি সতর্কতার সহিত দন্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিদের রেজিষ্টার বই অনুসন্ধান করিয়াছি এবং দেখিতে পারিয়াছি যে,

কোর্ট অফিসারের স্বাক্ষর

বিগত ইংরেজী ০৫.০৭.২০২১ তারিখে জব্দ তালিকা দৃষ্টে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, ০১ (এক) টি নীল রংয়ের ইয়ার টাইপ জিপারে রক্ষিত নেশা জাতীয় মাদকদ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট ১০০ (একশত) পিচ, ওজন ০.১x১০০= ১০ (দশ) গ্রাম, মূল্য অনুমান ১০০ x ৩০০= ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা হাতেনাতে ধৃত আসামী সোহেল (৩৫), পিতা- মৃত আঃ ছালাম, সাং- বাহাদুরশাদী, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- গাজীপুর এর পরিহিত গ্যাবারডিং প্যান্টের ডান পকেট হতে নিজ হাতে বাহির করে দেওয়া মতে উপস্থিত সাক্ষীদের উপস্থিতিতে জব্দ করা হয়েছিল। এছাড়াও অভিযোগ পত্র নং- ১৫৬, তারিখ- ২৬ জুলাই, ২০২১, ধারা- ৩৬(১) এর ১০(ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ মোতাবেক অভিযুক্ত আসামী- সোহেল এর বিরুদ্ধে- (ক) গাজীপুর এর কালীগঞ্জ থানার এফ. আই. আর. নং- ২৭/২৬৫, তারিখ- ২৯ সেপ্টে, ২০১৮, ধারা- ১৯(১) এর ৯(ক)/২৫ ১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন। (খ) গাজীপুর এর

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

কালীগঞ্জ থানার এফ. আই. আর. নং- ১৫, তারিখ- ১৫ মার্চ, ২০১৭ ধারা- ১৯(১) এর ৯(ক)/২৫ ১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন। (গ) গাজীপুর এর কালীগঞ্জ থানার এফ. আই. আর. নং- ৯/২০১৫, তারিখ- ০৯ আগস্ট, ২০১৭, ধারা- ১৯(১) এর ৯(খ) ১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন। (ঘ) গাজীপুর এর কালীগঞ্জ থানার এফ. আই. আর. নং- ৩৭/৩৮০, তারিখ- ২৮ অক্টোবর, ২০১৯, ধারা- ৩৬(১) এর ১০(ক)/৩৬(১) এর ১০(ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ মামলাগুলো চলমান রয়েছে।

জামিন প্রদানের ক্ষমতা এবং discretion আদালতের আছে। ক্ষমতা এবং discretion ব্যবহার আদালতের সহজাত। তবে এর ব্যবহারে আদালতকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।

জামিন প্রদানের ক্ষেত্রে ক্ষমতা এবং discretion ব্যবহারে আদালতকে বিশেষ সতর্কতা এবং গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে। বিশেষ করে কৃত অপরাধের বা অপরাধসমূহের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে জামিন প্রদানের ক্ষেত্রে ক্ষমতা এবং discretion ব্যবহার করতে হবে।

বর্তমান মোকদ্দমার আসামী সোহেল মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন ২০১৮ এর অভিযোগ পত্রের একমাত্র আসামী। তার বিরুদ্ধে ১০০ পিস ইয়াবা দখলে রাখার অভিযোগ পত্র দাখিল হয়েছে।

ইয়াবা সহ সকল প্রকার মাদকদ্রব্য ব্যবসার সংগে সম্পৃক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি অসংখ্য স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া নিরাপরাধ তরুণ-তরুনী তথা ছেলে-মেয়ের মৃত্যুর কারন। অসংখ্য নিরপরাধ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তরুণ-তরুনী ইয়াবাসহ সকল প্রকার মাদকে আসক্ত হয়ে মৃত্যুর মুখে ধাবিত হচ্ছে।

ইয়াবাসহ সকল প্রকার মাদক দ্রব্যের ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি সমাজের জন্য ক্ষতিকর। এরা সমাজের ঝঞ্জাল স্বরূপ। এদের কর্মকান্ড সামাজের জন্য মারাত্মক হুমকি। সুতরাং এদের জামিনের বিষয়ে অসংখ্য নিরপরাধ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তরুণ-তরুনীসহ সমাজ এবং রাষ্ট্রের বিষয়টি সর্বাজ্ঞে বিবেচনায় নিতে হবে। আদালত কখনই ইয়াবাসহ সকল প্রকার মাদক দ্রব্যের ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে যাবেনা। আদালত কখনই সমাজ ও রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা ব্যক্তির পক্ষে যেতে পারেনা। আদালত কখনই অসংখ্য নিরপরাধ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তরুণ-তরুনীদের মৃত্যুর কারণ সৃষ্টিকারী ব্যক্তিদের পক্ষে যাবেনা।

অসংখ্য নিরপরাধ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তরুণ-তরুনীসহ সমাজ এবং রাষ্ট্রের বিষয়টি সর্বাজ্ঞে বিবেচনায় নিয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩৬ উপ-ধারা ১ এর ক্রমিক নং-১০ এর (ক) দফা অনুর্দ্ধ ২০০ গ্রাম মাদকদ্রব্যের ক্ষেত্রে অন্যুন ১ (এক) এবং অনুর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডের বিষয়ে নিম্নরূপ নির্দেশনা অনুসরণ করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

(I) ১-১০ পিস ইয়াবা তথা সর্বোচ্চ ১ গ্রামের জন্য ১ (এক) বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড।

(II) ১১ থেকে ২০ পিস ইয়াবা তথা ১ থেকে ২ গ্রাম ওজনের জন্য ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড।

(III) ২১ থেকে ৩০ পিস ইয়াবা তথা ২ থেকে ৩ গ্রাম ওজনের জন্য ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

(IV) ৩১ থেকে ৪০ পিস ইয়াবা তথা ৩ থেকে ৪ গ্রাম ওজনের জন্য ৪ (চার) বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড।

(V) ৪১ থেকে ২০০০ পিস ইয়াবা তথা ৪ থেকে ২০০ গ্রাম ওজনের জন্য ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড।

সুতরাং অসংখ্য নিরপরাধ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তরুণ-তরুনীসহ সমাজের ও রাষ্ট্রের বিষয় বিবেচনা করে এবং উপরিল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী অত্র আসামী- সোহেল এর কৃত অপরাধের তথা ১০০ পিস ইয়াবা (১০ গ্রাম) ইয়াবা রাখার জন্য কারাদন্ড ০৫ (পাঁচ) বৎসর এবং অর্থদন্ড হওয়ায় এবং যেহেতু অত্র আসামীর হাজতবাস মাত্র ০৫ মাস ০৭ দিন হেতু জামিন প্রদানের সুযোগ নেই।

অতএব, আদেশ হয় যে, আসামী সোহেল এর অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের আদেশটি প্রত্যাখ্যান করা হলো।

আদালতের আদেশ (Order of the Court)

আদেশ হয় যে, অত্র রুল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আসামী সোহেল এর অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের প্রার্থনা সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে প্রত্যাখান তথা না-মঞ্জুর করা হলো।

অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি সকল মুখ্য মহানগর হাকিম ও মুখ্য বিচারিক হাকিম বরাবরে ই-মেইলে পাঠানোর জন্য রেজিস্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।